আমার ভাবনাগুলো

মোঃ শাহীবুর রহমান মিয়াদ

ভূমিকাঃ

প্রায় প্রতিদিনই মনে বিভিন্ন ধরণের আইডিয়া,ভাবনা,জীবন ধারণের নীতিমালা ইত্যাদি অনেক কিছু জাগ্রত হয়। সমস্যা হলো এগুলো হারিয়ে যায় অতিদ্রুত। কারণ মাথায় নতুন কোনো বুদ্ধি আসলে তা সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ; কিছুদিন পরেই সেগুলো হয়ত ভুলে যাই। আমি মনের একান্ত নিজস্ব এসব চিন্তা গুলোকে হারিয়ে যেতে দিতে চাই না, তাদেরকে ধরে রাখতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই আজ ২৮ শে জুলাই ২০১৭ থেকে “আমার ভাবনাগুলো” লেখা শুরু করলাম। হ্যাঁ , হয়ত মনের সব চিন্তাভাবনা সবসময় সঠিক হবে না , বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা হবে অদ্ভুত। হয়ত একদিনের চিন্তাগুলো কিছুদিন পরে খুব হাস্যকর মনে হবে। তারপরও সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। ছোট-বড় যেকোনো বিষয় হোক না কেন , আমার কাছে তার গুরুত্ব থাকলে সেই ভাবনা গুলো আবধ্য করে রাখতে চাই। অনেকে ডায়েরী লেখে । আমি ডায়েরীতে লিখব না । কারণঃ প্রথমত ডায়েরীর প্রাইভেসি কম । আর ডায়েরীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তা ক্ষণস্থায়ী। কয়েক বছর পরই ডায়েরী নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। আর পেজ লিমিটেশনের ব্যাপারটা তো আছেই। তাই যেন অনেক দিন সুরক্ষিত থাকে সেজন্য গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রাখব ।

যেগুলো আমার কল্পনা  
যার গুরুত্ব আমার কাছে অল্প না  
যা গাজাখুরি গল্প না

এমন সব লেখাই এখানে ঠাই পাবে।

লেখার নিয়মাবলিঃ

যে তারিখে আমি যেই ভাবনা বা ঘটনা লিখব , তার শুরুতেই লেখার তারিখটা লিখে রাখব , এতে কোন সময়ে আমার চিন্তাভাবনা গুলো কেমন ছিল তা অনেকদিন পরেও বোঝা যাবে ।

শুরুঃ

১।(২৮ শে জুলাই , ২০১৭) আমি এমন ভাবে জীবন কাটাব যেন আমার জীবন শেষে কেউ যদি বলতে চায় মিয়াদ কী কী বড় ধরণের ভুল করেছে তখন সে যেন কোনো “হ্যাঁ” বোধক বাক্য বলতে না পারে । আমার দোষগুলো যেন শুধু “না” বোধক হয়। যেমন মিয়াদ অমুক ভাল কাজটা করেনি , মিয়াদ নামাজ পড়েনি ,মিয়াদ পড়াশোনা করেনি,মিয়াদ এর গুরুত্ব বোঝেনি, মিয়াদ এটা করেনি , ওটা করেনি ইত্যাদি। কিন্তু কখনো যেন এই ধরণের কাজ না হয় , যেমনঃ মিয়াদ চুরি করেছে , মিয়াদ ধুমপান করেছে , মিয়াদ কোনো মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছে , মিয়াদ অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়েছে , ভুল সময়ে প্রেমে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেছে , মিয়াদ অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে ইত্যাদি। “না” বোধক খারাপ কাজ গুলো অবশ্যই ভালো না । কিন্তু সেগুলো “হ্যাঁ” বোধক খারাপ কাজের চেয়ে শ্রেয়। কারণ , “হ্যাঁ” বোধক খারাপ কাজ গুলো একপ্রকারের অপরাধ , এবং এগুলো মনে অপরাধ বোধ সৃষ্টি করে। এতে পরবর্তীতে বিবেকের চরম দংশনে মানসিক শান্তি গুলো ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কোনো কাজ করার অগে ভাবতে হবে “এতে হ্যাঁ বোধক খারাপ কাজের সম্ভাবনা নেই তো?” কাজটা না করার পরে যদি বোঝা যায় যে কাজটা করা উচিৎ ছিল তারপরও কিন্তু আমার এটা “না” বোধক খারাপ কাজের আওতায় পড়বে (কারণ আমি ওই কাজটা করিনি)।

কিন্তু কাজটা করতে যেয়ে যদি আমি কোনো খারাপ কিছু করে ফেলি তবে সেটি কিন্তু “হ্যাঁ” বোধক খারাপ কাজ হয়ে যাবে । আমার কাছে “হ্যাঁ” বোধক খারাপ কাজ ছোট হলেও তা যেকোনো “না” বোধক খারাপ কাজের চেয়ে বেশি খারাপ। ঠিক যেমন টেস্ট ক্রিকেটে কোনো শট না খেলে (যেমন বল ছেড়ে দিয়ে বোল্ড হওয়া ) আউট হওয়ার চেয়ে শট খেলতে গিয়ে আউট হলে ব্যাটসম্যানের অনেক বেশি অপরাধ বোধ কাজ করে ।

২।(৩১ জুলাই , ২০১৭) পার্সোনাল কিছু আইডেন্টিটি থাকা দরকার। আইডেন্টিটি বলতে এমন কিছু কাজকে বোঝায় যেগুলো আমি পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন আমি করবই। যেমনঃ আমি ধুমপান করিনা , এটা আমার আইডেন্টিটি। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষটাও যদি আমাকে ধুমপান করতে বলে বা আমি যেসব মানুষের অনুকরণ করি বা যাদের কথা আমি কখনো অমান্য করি না এমন কোনো ব্যক্তিও যদি পীড়াপীড়িও করে তারপরও আমি কখনো স্বেচ্ছায় ধুমপান করব না ; কারণ এটা আমার আইডেন্টিটি। এমন আরো কিছু ভাল কাজকে নিজের আইডেন্টিটি করা উচিৎ।

যেমনঃ আমি কখনো কারো মনে কষ্ট দেবনা।আমি ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব ইত্যাদি। যার আইডেন্টিটি যত বেশি ভাল ও অনড় সে বাস্তব জীবনে তত বেশি সফল হবে।

তাই, সর্বদা নিজের আইডেন্টি গুলো বজায় রেখে স্বপ্নের পেছনে তীব্র ভাবে ছোটা উচিৎ।

আমার যেসব আইডেন্টিটি তৈরি করার ইচ্ছা আছে সেগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলঃ

১।একেবারে অসম্ভব না হলে এক ওয়াক্ত নামাযও আমি ছাড়ব না। হ্যাঁ অনেক সময় হয়ত সঠিক সময়মত নামাজ পড়া সম্ভব নাও হতে পারে ; তখন পরে যখন টাইম পাবো তখন ওই নামাজটা কাজা পড়ে নেব। এতে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী অভ্যাসটা আমার ভেতরে গড়ে উঠবে।

২।আমি নিজে যত কষ্টই পাইনা কেন আমি কখনো কারো মনে কষ্ট দেব না।

৩।কখনো অশ্লীলতায় নিজেকে জড়াবো না । অশ্লীল ভিডিও থেকে দূরে থাকব।

সবসময় সূরা নূর এর ৯ নং আয়াত টা স্মরণ করব “যারা মূমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি”।

অশ্লীল ও অপবিত্র সবকিছু থেকে রহমতের ফেরেশতারা দূরে থাকে। এর সবচেয়ে বড় উদারণ হলোঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) কে যখন নমরূদের বাহিনী আগুনে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিল তখন শত চেষ্টাতেও তারা তা করতে পারছিল না কারণ ফেরেশরা ইব্রাহীম (আ) কে ধরে রেখেছিলেন। তখন ইবলিশ শয়তান তাদেরকে বুদ্ধি দিলো “তোমরা এখানে অশ্লীলতা করো, উলঙ্গ নারীদের নৃত্য প্রদর্শন করো ” ।তারা শয়তানের কথা মত এমন করায় ফেরেশতারা ওখান থেকে সরে গেল। খেয়াল করতে হবে যে , ইব্রাহীম (আ) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নবী । এবং ওই সময় উনার বিন্দু মাত্র দোষ ছিল না। তারপরও অশ্লীলতার উপস্থিতির কারণে ফেরেশতারা সরে গেছিল।আর আমি ক্ষুদ্র পাপী বান্দা , আমি যদি অশ্লীলতা করি তবে আল্লাহর রহমত আমি কখনোই পাবনা । আর আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো কাজে আমি সফল হয়ে যাব এমন ভাবা খুবই বোকামি।

৩। (৮ ই আগস্ট,২০১৭) পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্পাপ জিনিষ হলো মানুষের ভবিষ্যত।

৪।(১৫ ই আগস্ট ২০১৭)

মানুষের কাজ গুলোকে মূলত তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়।

যথাঃ 1. watching

2. thinking

3. doing

Watching জিনিসটা খারাপ না। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও বড় বড় কাজের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা বেশি হওয়া ভাল নয়। ফেসবুকের মাধ্যমে ওয়াচিং টা অনেক বেশি বেড়ে গেছে । এটাকে কমাতে পারলে সাফল্যের পথ সুগম হবে।

আর পরের দুইটা তো সাফল্যের জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ।thinking and doing যত বেশি করা যাবে সাফল্যের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। তাই এই দুটিতে আরো বেশি সময় দেওয়া উচিৎ।

৫।(১৮ ই আগস্ট ২০১৭)

মানুষের জীবনে গোপনীয়তা বা এনক্যাপ্সুলেশন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে মানুষের গোপনীয়তা দিন দিন কমে যাচ্ছে । শরীরের গোপনীয়তা কে “পর্দা” বলা হয়। এমনকি আমার মনের মধ্যে কি চলছে সেটাও প্রয়োজন ছাড়া প্রকাশ করা উচিৎ নয়। গোপনীয়তা আমাদেরকে অনেক ঝামেলা থেকে দূরে রাখে । এ নিয়ে এখানেই পরে বিস্তারিত লিখবে ।

৬। (২৩ আগস্ট ২০১৭)

BFS(breadth first search) & DFS(depth first search) এর বাস্তব জীবনে অনেক প্রয়োগ আছে । যেমন বি এফ এস মানে হলো যখন যে কাজ যত টুকু করা প্রয়োজন তখন সেই কাজ ঠিক ততটুকু করা এর বেশিও না , কমও না। অর্থাৎ অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াই হলো বি এফ এস,পরিবার্শ্বের সব রক্ম বিষয় সুন্দর ভাবে মেইনটেইন করাই হলো বি এফ এস। পৃথিবীটাকে বদলাতে হলে আমাদের চারপাশের ছোট খাট জিনিসগুলো আগে বদলাতে হবে, এভাবে আমরা একদিন দেশ, ও পরে বিশ্বকেই বদলে ফেলতে পারব। আর ডি এফ এস মানে হলো আমি যে কাজ শুরু করেছি সেটা শেষ না করা পর্যন্ত লেগে থাকা। অর্থাৎ আমি একটা কাজ ধরব সেটা শেষ না করে নতুন কাজে হাত দিব না। জীবনের প্রতিটা কাজেই বি এফ এস টা বেটার , শুধু মাত্র লাইফের প্রধান লক্ষ্যে বা প্যশানের ক্ষেত্র গুলোতে ডি এফ এস এর মত লেগে থাকতে হবে(শেষ না করে ছাড়ব না)। কিন্তু কোন কাজ করতে আমি ডি এফ এস প্রয়োগ করব সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভুল কাজে ডি এফ এস করা মানে অনেক বড় ক্ষতি। আমি যদি শিঊর থাকি যে আমি যে কাজ টা করছি সেটা সঠিক এবং সেটা করা অতীব জরুরী তবে সেটাতে ডি এফ এস প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া পৃথিবীর সকল কাজে বি এফ এস এর নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

৭। (পহেলা জানুয়ারী ২০১৮) আজ বছরের প্রথম দিন। ২০১৭ সালটা হয়ত অনেক কষ্টের গেছে আমার। কিন্তু, এবছরই আমার দার্শনিকতা, বোধ অনেক বেড়েছে। আমি সফট ডায়েরী লিখতে শুরু করেছি। ২০১৭ সালে আমার philosophy গুলো এখানে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কিছু কিছু বাদ পড়ে গেছে, সেগুলো এখানে লেখা হলোঃ

1. ইবলিশ কোথায় আছে? ইসলাম ধর্মের এই বিখ্যাত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি আমি। ইবলিশ প্রতিটা মানুষের মনের ভেতর আছে। অথাবা, ইবলিশ যেখানেই থাকুক প্রতিটা মানুষের মনে তার প্রবেশের অনুমতি(access permission) দেওয়া হয়েছ। মানুষের মনে যেসকল ইচ্ছা জাগ্রত হয় সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানের, মনের সামান্য কিছু ইচ্ছা মানুষের একান্ত নিজের বা আল্লাহর রহমত। মনের কোন ইচ্ছাটা শয়তানের তা বোঝার সহজ এক নিয়ম আছে। মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ সবকাজই সুখের আশায় করে, বিশেষ করে যে কাজ গুলো ঐচ্ছিক(optional)। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের সুখের আশায় ছাত্ররা কষ্ট করে পড়াশোনা করে।বিনোদন এর আশায় সিনেমা দেখে,ফেসবুক চালায় ইত্যাদি। মনের যেসব ইচ্ছার পেছনে যে সুখের উদ্দেশ্য আছে সেই সুখের স্থায়িত্বকাল যদি স্বল্পসময়ের হয় তবে সেই ইচ্ছাটা শয়তানের, আর সুখের স্থায়ীত্বকাল দীর্ঘ হলে সেই ইচ্ছাটা নিজের বা সৎ বা আল্লাহ থেকে প্রেরিত।  
   যেমনঃ মানুষের মনে ইচ্ছা হলো সে একজনকে ঠাট্টা করবে, এর পেছনে যে সুখের উদ্দেশ্য তা হলো ওই লোককে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে সে অনেক মজা বা আনন্দ পাবে। এখন, এই আনন্দ কত ক্ষণ স্থায়ী? যে ঠাট্টা করবে সেও জানে এই আনন্দ কয়েক মিনিট স্থায়ী। যেহেতু এর স্থায়ীত্বকাল অতি স্বল্প তাই মনের এই ইচ্ছাটা হলো শয়তানের। আবার একজন ছাত্রের মনে ইচ্ছা হলো সে এখন থেকে অনেক ভাল করে পড়াশোনা করবে। এই ইচ্ছার পেছনে সুখটা হলো পরীক্ষায় ভাল ফলের আনন্দ। এখন, প্রশ্ন হলো এই আনন্দ কতক্ষণ স্থায়ী হবে? আমরা সবাই জানি পরীক্ষায় ভাল ফলের আনন্দ চিরস্থায়ী। অর্থাৎ ভাল ফলাফল সারাজীবনই মানুষকে তৃপ্তি দেয়। যেহেতু এই আনন্দের স্থায়ীত্বকাল অনেক দীর্ঘ, তাই মনের এই ইচ্ছাতা কখনো শয়তানের হতে পারে না।
2. আমি হেরে গেলে হেরে যাবে আমার মা, হেরে যাবে মায়ের স্বপ্ন, হেরে যাবে আমার স্বপ্ন। এমন সবাই ভাবে । তবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমি হেরে গেলে হেরে যাবে আমার চিন্তা ভাবনা গুলো। আমি কত সুন্দর করে চিন্তা করতে পারি, সেটা প্রমান করার জন্যও আমার জেতাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
3. সুখদুঃখ ভেতর থেকে আশে। happiness and sadness come from inside.  
   আমি যদি ভেতর থেকে সৎ মানুষ না হই, যদি মনের ভেতর আমি খারাপ মানুষ হই, আমি যদি মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে পৃথিবীর সবকিছু পেলেও আমি সুখী হতে পারব না। আমি যদি সত্যিই ভাল মানুষ হই তবে আমার চারপাশে যাই ঘটুক না কেন আমাকে কেউ দুঃখী করতে পারবে না।  
   প্রতিটা মানুষের ২ তা পৃথিবী আছে। 1.internal world 2.external world  
   internal world হলো মানুষের মনের দুনিয়া।  
   external world হলো আমাদের চারপাশের জগত।  
   আমার মতে মানুষের প্রকৃত সুখ বা দুঃখ internal world এর উপর নির্ভর করে।
4. No matter how my past is, always I want the best future.

(৮)

(৩ জানুয়ারী ২০১৮)সংজ্ঞার সংজ্ঞাঃ(২০১৪ এর মাঝামাঝি) যে বিবৃতি বা বাক্যসমষ্টির মাধ্যমে কোনো বিষয় বা বস্তুকে ইঙ্গিত করা হয় বা ওই বিষয় বা বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয় এবং ওই বিবৃতি বা বাক্য সমষ্টি দ্বারা যদি এই বিশ্ব জগতের অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুকে না বোঝানো হয় তবে ঐ বিবৃতি বা বাক্যসমষ্টিকে ওই বিষয় বা বস্তুর সংজ্ঞা বলে।

যেমন ঃ যদি বলা হয় যে “ ক্রিকেট খেলায় বল স্ট্যাম্পে লেগে বেল পড়ে গেলে যে আউট হয় তাকে বোল্ড আউট বলে।” বোল্ড আউটের এই সংজ্ঞাটা সংজ্ঞার সংজ্ঞানুসারে ভুল কারণ এই সংজ্ঞা দ্বারা শুধু বোল্ড আউটকে বোঝানো হয় না , স্ট্যম্পে বল লেগে বেল পড়ে রান আউটও হয়। তাই uniqueness এর অভাবে এই সংজ্ঞা হবে না।

নটরডেম কলেজে আমাদের ত্রিকোণমিতি ক্লাস নিতেন জহরলাল স্যার। উনি বিখ্যাত স্যার ছিলেন। উনি প্রায়ই বিভিন্ন জিনিসের সংজ্ঞা জানতে চেতেন আমাদের কাছ থেকে। এতে আমার খুব বিরক্ত লাগত।ভাবতাম সংজ্ঞার আর কি এমন গুরুত্ব? কিন্তু ভার্সিটি লাইফে এসে বুঝলাম সংজ্ঞা কি জিনিস।যেমন আমি সুখী কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সুখের সংজ্ঞার উপর।

(৯) ২৬ শে মার্চ ২০১৮

আমাদের সামনে যখন অনেক গুলো অপশন থাকে তখন আমরা কনফিউজড হয়ে যাই। বুঝতে পারিনা কোন কাজটা করব। এই পরিস্থিতিতে কোন কাজ কে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ তা ২ টা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে।

প্রথম ফ্যাক্টরঃ ফলাফলের স্থায়ীত্ব

যে কাজের ফলাফলের স্থায়ীত্ব বেশি সেই কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্বিতীয় ফ্যাক্টরঃ ফলাফলের বিলম্বতা

যে কাজের ফলাফল পেতে বেশি দেরী হবে সেটা অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল কাজ। কারণ দুনিয়ার সব খারাপ কাজের ফলাফলই দ্রুত পাওয়া যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথম ফ্যাক্টর দ্বিতীয় ফ্যাক্টরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টার গুরুত্ব বেশি।এই দুইটা ফ্যাক্টুরের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম হবে।